অষ্টম অধ্যায়: নারী-পুরুষ সমতা

▶ যোগ্যতাভিত্তিক কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ক. বাংলাদেশের একজন মহীয়সী নারী ১৮৮০ সালে রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত মহীয়সী নারীর নাম কী? নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তার চারটি অবদান লেখ। ১+৪ =৫

উত্তর: মহীয়সী নারীর নাম বেগম রোকেয়া।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার চারটি অবদান–

১. ১৯০৯ সালে বেগম রোকেয়া তার স্বামীর নামানুসারে ভাগলপুরে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
২. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামজকে সচেতন করতে অসামান্য অবদান রাখেন।
৩. তিনি নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজে অসামান্য অবদান রাখেন।
৪. বেগম রোকেয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মেয়েরা ধীরে ধীরে শিক্ষার আলো দেখতে পায়।

প্রশ্ন-খ. প্রতিবছর ৮ই মার্চ আমরা একটি দিবস পালন করে থাকি। এ দিবসটির নাম কী? কত সালে জাতিসংঘ দিবসটির স্বীকৃতি দেয়? দিবসটির তিনটি তাৎপর্য লেখ। ১+১+৩ =৫

উত্তর: দিবসটির নাম আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

১৯৭৭ সালে জাতিসংঘ দিবসটির স্বীকৃতি দেয়।

দিবসটির তিনটি তাৎপর্য–

১. নারী-পুরুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান কমাতে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়।
২. এই দিনটিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করাসহ নানা বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়।
৩. এই দিবসে সমাজের নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাবও করা হয়।

প্রশ্ন-গ. সোমার গ্রামের লোকেরা পর্দাপ্রথার দোহাই দিয়ে তাকে শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে। সোমা কীসের শিকার হয়েছে? এটি মোকাবিলায় কোন মন্ত্রণালয় কাজ করছে? উক্ত মন্ত্রণালয়ের তিনটি কার্যক্রম উল্লেখ করো। ১+১+৩=৫

উত্তর: সোমা নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

নারী নির্যাতন রোধে সরকারের মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ

http://teachingbd.com

করছে। এ মন্ত্রণালয়ের তিনটি কার্যক্রম হলো—

১. নির্যাতিত ও নিপীড়নের শিকার নারী ও শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে।
২. নিপীড়িত ও নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আইনি সহায়তা প্রদান করে।
৩. এছাড়া নিপীড়িত ও নির্যাতিত নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে।

▶ সাধারণ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ঘ. নারী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার পাঁচটি অবদান লেখ। ৫
[প্রা.শি.স.প. ২০১৬]

উত্তর: নারী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার পাঁচটি অবদান হলো—

১. বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
২. নারী শিক্ষার প্রসারে সমাজকে সচেতন করেন।
৩. বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসতেন।
৪. মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে পিতা মাতাকে উৎসাহিত করতেন।
৫. নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন।

প্রশ্ন-ঙ. নারী নির্যাতনের কমপক্ষে পাঁচটি নেতিবাচক প্রভাব লেখ। ৫
[প্রা.শি.স.প. ২০১৫]

উত্তর: নারী নির্যাতনের পাঁচটি নেতিবাচক প্রভাব—

১. পারিবারিকভাবে নারী নির্যাতন হলে নির্যাতিত নারীর শারীরিক, মানসিক ক্ষতি হয়।
২. যেসব পরিবারে মায়েরা নির্যাতনের শিকার হয় সেসব পরিবারে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধা পায়।
৩. নির্যাতিত নারী সময়মতো কাজে যেতে পারে না। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়।
৪. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসা-যাওয়ার পথে নির্যাতিত নারীরা মানসিকভাবে দুর্বল হয়।
৫. পরিবারের নির্যাতিত কন্যা শিশুর মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

Teachingbd.com